রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহের সীট বরাদ্দের নীতিমালা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল সমূহে একটি ন্যায্য এবং সুশৃঙ্খল বরাদ্দ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার পাশাপাশি হলের মধ্যে শৃঙ্খলা ও বাসযোগ্য পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নীতিমালার আলোকে আবাসিক সুবিধার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

১. শর্তসমূহ:

- স্নাতক বা স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে নিবন্ধিত শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ক্যাটাগরির জন্য ১০% সীট বরাদ্দ রাখা আছে। এই সীটগুলো বণ্টনের বিষয়ে হল প্রাধ্যক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর সেশন/শিক্ষাবর্ষের বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না।
- প্রণীত নীতিমালার আলোকে আইবিএ-এর ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে ফাঁকা সিটের সর্বোচ্চ ১% বরাদ্দ দেওয়া হবে।
- কোনো শিক্ষার্থী আন্ডারগ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন করে নিয়মিত ব্যাচের সঙ্গে মাস্টার্সে ভর্তি না হলে তার সিট বাতিল বলে গণ্য হবে।
- শিক্ষার্থীর মাস্টার্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা (ইন্টার্নশিপ/ফিল্ডওয়ার্ক/প্রজেক্ট/থিসিস [লিখিত ও মৌখিক]/ব্যবহারিক/ভাইভা ইত্যাদি) সমাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে হল কর্তৃপক্ষের নিকট তার সিট বুঝিয়ে দিয়ে হল ত্যাগ করতে হবে।
- বরাদ্দপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনোভাবেই কক্ষ বা সিট পরিবর্তন করতে পারবে না।
- পরীক্ষার ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীকে পরবর্তী বর্ষের/শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে না।
- কোনো শিক্ষার্থী শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে নিয়োজিত থাকলে, মাদকাসক্ত হলে অথবা চাঁদাবাজির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে তার সিট বাতিল করা হবে। শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী তার ছাত্রজীবনে পুনরায় হলে আবাসনের জন্য আবেদন করতে পারবে না।
- হলের শিক্ষার্থীদের এবং স্টাফদের প্রতি যেকোনো ধরনের হয়রানি, অপব্যবহার বা খারাপ আচরণ করলে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ক্লাস, পরীক্ষা চলাকালীন সিট বরাদ্দপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষার্থী হল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি বা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত একটানা ৬০ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে তার সিট বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সিট পুনঃবরাদ্দের জন্য ৫০০ টাকা জরিমানা প্রদানপূর্বক প্রাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করা যাবে। জরিমানা প্রদানপূর্বক সর্বোচ্চ ৩ বার পুনঃবরাদ্দের জন্য আবেদন করা যাবে।
- মিথ্যা তথ্য দিয়ে সিট বরাদ্দ নিলে অথবা একজনের নামে সিট বরাদ্দ নিয়ে অন্যজন অবস্থান করলে এবং তা পরবর্তীতে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর সিট তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হবে।
- হলে কোনো ধরনের রাজনৈতিক ব্লক বা রাজনৈতিক কক্ষ তৈরির চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের সিট বাতিল করা হবে।
- সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন অনুযায়ী এই নীতিমালা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২. আবেদন প্রক্রিয়া

- সকল হলের জন্য যোগ্য শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ হল থেকে আগামী **১৯/০১/২০২৫** থেকে **০৩/০২/২০২৫** তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের লিংক: https://csc.ru.ac.bd/residency/login
- অনলাইনে আবেদন করার সময় হলের নামের সঙ্গে প্রদর্শিত একাউন্ট নম্বরে **বিবিধ ফরমে ৫০ টাকা** অগ্রণী ব্যাংক, রাবি শাখায় জমা দিতে হবে। পূরণকৃত আবেদন ফরম, বিবিধ রশিদ, এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিজ নিজ হলে আগামী **০৩/০২/২০২৫** তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে।
- প্রদানকৃত সমস্ত তথ্য হল প্রশাসন যাচাই করবে। আবেদনের সময় কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিলে আবেদন **বাতিল** বলে গণ্য হবে।
- আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। সাক্ষাৎকারের সময় সমস্ত কাগজপত্রের **মূলকপি** সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
- আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের **মেধা**, **জ্যেষ্ঠতা**, এবং **এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমের** ভিত্তিতে একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে।
- আসন ফাঁকা থাকা সাপেক্ষে প্রকাশিত তালিকা থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হলে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

২. **প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস**

- সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি (১ কপি)।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেটের ফটোকপি।
- স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ (জাতীয় পরিচয়পত্র)।
- এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্যের স্বীকৃতি (সার্টিফিকেট/মেডেল) (অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য নয়)।

৩. সিট বরাদ্দের নীতিমালা

১। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহে সীটের জন্য প্রত্যেক ছাত্র/ ছাত্রীর আবেদন জ্যেষ্ঠতা, মেধা (পরীক্ষার ফলাফল) এবং এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমের ভিত্তিতে ১০০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে মেধা (পরীক্ষার ফলাফল) ৪৯ নম্বর, জ্যেষ্ঠতা ৪৮ নম্বর, এবং এক্সট্রা/কো- কারিকুলার কার্যক্রম ৩ নম্বরে মূল্যায়িত হবে।

২। জ্যেষ্ঠতার বিবেচনায় প্রাপ্য নম্বর (সর্বোচ্চ ৪৮) হবে নিম্নরূপঃ

স্নাতকোত্তর	৪৮ নম্বর
স্নাতক (৪র্থ বর্ষ)	৪৪ নম্বর
স্নাতক (৩য় বর্ষ)	৪০ নম্বর
স্নাতক (২য় বর্ষ)	৩৬ নম্বর

৩। মেধা (পরীক্ষার ফলাফল) বিবেচনায় প্রাপ্য নম্বর (সর্বোচ্চ ৪৯) হিসাবের পদ্ধতি হবে নিম্নরূপঃ

$$\text{প্রাপ্য নম্বর} = \frac{\text{আবেদনকারীর সর্বশেষ GPA/YGPA/CGPA}}{\text{আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষের সর্বোচ্চ GPA/YGPA/CGPA}} \times ৪৯$$

উল্লেখ্য যে,

স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আবেদনকারীর ক্ষেত্রে তার স্নাতকের সিজিপিএ বিবেচ্য হবে।

স্নাতক (৪র্থ বর্ষ) পর্যায়ের আবেদনকারীর ক্ষেত্রে তার ৩য় বর্ষের বার্ষিক জিপিএ বিবেচ্য হবে।

স্নাতক (৩য় বর্ষ) পর্যায়ের আবেদনকারীর ক্ষেত্রে তার ২য় বর্ষের বার্ষিক জিপিএ বিবেচ্য হবে।

স্নাতক (২য় বর্ষ) পর্যায়ের আবেদনকারীর ক্ষেত্রে তার ১ম বর্ষের বার্ষিক জিপিএ বিবেচ্য হবে।

সেমিস্টারে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থিদের সর্বশেষ YGPA বিবেচনা করা হবে।

৪। এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমের প্রাপ্য নম্বর (সর্বোচ্চ ৩) নির্ধারনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্যের স্বীকৃতি (সনদ/মেডেল) বিবেচ্য হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সনদ/মেডেলের জন্য ৩ নম্বর, জাতীয় সনদ/মেডেলের জন্য ২ নম্বর এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সনদ/ মেডেলের জন্য ১ নম্বর প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, একাধিক সনদ/মেডেলের ক্ষেত্রে প্রাপ্য নম্বর সমূহের যোগফল গণ্য করা হবে। এছাড়া এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আবেদনকারীর সাংবাদিকতা/বি.এন.সি.সি./রোভার স্কাউট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে ১ নম্বর প্রদান করা হবে। সাংবাদিকতার প্রমাণ হিসেবে আবেদনকারীকে সাংবাদিক সমিতির সদস্য পদের প্রমানপত্র এবং পত্রিকায় তার করা সংবাদের কপি জমা দিতে হবে। বি.এন.সি.সি./রোভার স্কাউট-এর ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে এ সংক্রান্ত প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। তবে, সব এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমের প্রাপ্য নম্বরের যোগফল সর্বোচ্চ ৩ হবে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, একজন আবেদনকারীর জাতীয় পর্যায়ের ১ টি সার্টিফিকেট, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১ টি সার্টিফিকেট এবং সাংবাদিকতার প্রমাণপত্র ও পত্রিকায় তার করা সংবাদের কপি আছে। এক্ষেত্রে তার সব এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমের প্রাপ্য নম্বরের যোগফল হবে = ২+১+১=৪। কিন্তু, যেহেতু সব এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমের প্রাপ্য নম্বরের যোগফল সর্বোচ্চ ৩ হবে, সেহেতু তার এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমের প্রাপ্য নম্বর ৩ (সর্বোচ্চ) হবে।

উদাহরণঃ

ধরা যাক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা হলে আসনের জন্য ৫ জন আবেদনকারীর বিবরন নিম্নরুপঃ

আবেদনকারী-১: বিভাগ - বাংলা, বর্ষ - ৪র্থ, ৩য় বর্ষের বার্ষিক জিপিএ ২.৮২, এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সনদ- ১টি।

আবেদনকারী-২: বিভাগ – বাংলা, বর্ষ - ৪র্থ, ৩য় বর্ষের বার্ষিক জিপিএ ৩.২০ এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমে জাতীয় সনদ - ১টি।

আবেদনকারী-৩: বিভাগ – গণিত, বর্ষ - ৩য়, ২য় বর্ষের বার্ষিক জিপিএ ৩.৮৭. এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমের সনদ – নাই।

আবেদনকারী-৪: বিভাগ – গণিত, বর্ষ – ৪র্থ, ৩য় বর্ষের বার্ষিক জিপিএ ৩.৪২. এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমে বি.এন.সি.সি. সনদ - ১টি।

আবেদনকারী-৫: বিভাগ – গণিত, বর্ষ – স্নাতকোত্তর, ৪র্থ বর্ষের বার্ষিক জিপিএ ৩.৫২. এক্সট্রা/কো-কারিকুলার কার্যক্রমে সাংবাদিকতা সনদ - ১টি।

বাংলা বিভাগে ৩য় বর্ষে সর্বোচ্চ জিপিএ ৩.৮৯,

গণিত বিভাগে ২য় বর্ষে সর্বোচ্চ জিপিএ ৩.৯১,

গণিত বিভাগে ৩য় বর্ষে সর্বোচ্চ জিপিএ ৩.৮৮ এবং

গণিত বিভাগে ৪র্থ বর্ষে সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৩.৭৮

(*প্রকৃত স্কোরগুলো সংগ্রহ করা হবে*)

উল্লিখিত ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহের সীট বরাদ্দের নীতিমালা অনুযায়ী শহীদ শামসুজ্জোহা হলে আসনের জন্য ৫ জন আবেদনকারীর প্রাপ্য নম্বর হবে নিম্নরুপঃ

আবেদনকারী-১: এর প্রাপ্য নম্বর $= ৪৪ + \left(\frac{২.৮২}{৩.৮৯} \times ৪৯\right) + ৩ = ৮২.৫২$

আবেদনকারী-২ এর প্রাপ্য নম্বর $= ৪৪ + \left(\frac{৩.২০}{৩.৮৯} \times ৪৯\right) + ২ = ৮৬.৩১$

আবেদনকারী-৩ এর প্রাপ্য নম্বর $= ৪০ + \left(\frac{৩.৮৭}{৩.৯১} \times ৪৯\right) + ০ = ৮৮.৫০$

আবেদনকারী-৪ এর প্রাপ্য নম্বর $= ৪৪ + \left(\frac{৩.৪২}{৩.৮৮} \times ৪৯\right) + ১ = ৮৮.১৯$

আবেদনকারী-৫ এর প্রাপ্য নম্বর $= ৪৮ + \left(\frac{৩.৫২}{৩.৭৮} \times ৪৯\right) + ১ = ৯৩.৪৫$

19.01.2025

প্রফেসর মো: ছামিউল ইসলাম সরকার
আহ্বায়ক, প্রাধ্যক্ষ পরিষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী